৩৮

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 07 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

এ দেশের শিক্ষাঙ্গনে হিরোশিমার মত সন্ত্রাস চলছে

–আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল ছিল হিরোশিমা দিবস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষলগ্নে ১৯৪৫ সালের এদিনে জাপানের হিরোশিমা নগরীতে সেই সময়ের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এতে তাৎক্ষণিকভাবে কেবল নিহতই হয় ৬৫ হাজার মানুষ। এ পৃথিবীতে পারমাণবিক বোমার সেই ধ্বংসযজ্ঞের যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে– এ আকুতি নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে গতকাল বাংলাদেশে হিরোশিমা দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন গতকাল সকালে বারডেম মিলনায়তনে সেমিনার ও দুপুরে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি বিকালে হোটেল পূর্বাণীতে এবং মহিলা পরিষদ বেইলী রোডে পৃথক পৃথক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে 'আর পারমাণবিক বোমা নয়' শীর্ষক বিএমএ'র সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক যুদ্ধ ও নানা আগ্রাসনের মাধ্যমে মানবতা ধ্বংসের চক্রান্ত আজো চলছে। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রতির সাথে মানবিকতা আজ হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকেও অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সুসভ্য আচরণ, মানবিকতা, জ্ঞান-বিদ্যা, পান্ডিত্য ঝাটাপেটা করে বিদায় দেয়া হচ্ছে। অথচ এ দেশের তাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করতে না পারলে সন্ত্রাস ও মূর্খতার বোঝায় আমরা দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবো। হিরোশিমার মতোই এ এক বিরাট পারমাণবিক বোমা আমাদের ওপর এখন চেপে বসে আছে। তিনি বলেন, এ দেশের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ ভায়োলেন্সে বিশ্বাস না করলেও হিরোশিমা-চেতনায় এ দেশ আক্রান্ত হয়ে আছে। হিরোশিমার মতো ধ্বংসের মানসিকতাসম্পন্ন লোক এ দেশেও রয়ে গেছে। আজো এ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিরোশিমার মতো বিভীষিকতাময় সন্ত্রাস চলছে। তিনি এ দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জনগণের কাছে আস্থা অর্জন করাতে বিদেশী ডাক্তার আনার ও যৌথ বিনিয়োগে চিকিৎসা ক্ষেত্র সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পারমাণবিক মারণাস্ত্রেই পৃথিবীর সভ্যতা হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে।